Prof.Bilash Samanta.SACT. Dept.of History,Narajole Raj College.

==========

মুঘল যুগের ইতিহাস চর্চা সম্পর্কে আলোচনা করো।

'Historiography' শব্দের অভিধানিক অর্থ হল 'ইতিহাস চর্চার ইতিহাস'। সমাজ ও ইতিহাস চিন্তায় নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব এর ফলে 'Historiography' বা ইতিহাস লিখন পদ্ধতি সমাজ বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। আধুনিক ইতিহাস চর্চা শুরু হয় আঠারো শতকে। বিশিষ্ট ফরাসি চিন্তাবিদ ভলতেয়ার কে আধুনিক ইতিহাস চর্চার জনক বলা হয়। তার নেতৃত্বে একদল ইতিহাসবিদ ইতিহাস চর্চা শুরু করেন। তাকে সাধারণভাবে জ্ঞানদীপ্ত ইতিহাস চর্চা বলা হয়। আধুনিক ইতিহাস চর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপকতা। প্রাচীন যুগ ও আদি মধ্যযুগের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্র সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতির দ্বারা শৃংখলাবদ্ধ ছিল। তখন ধর্মভিত্তিক ইতিহাস চর্চা ছিল সাধারণ প্রবণতা।উপরন্ত ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি বা আলোচনার ক্ষেত্র আঞ্চলিক স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল। বিষয়বস্তু ছিল বৈচিত্রহীন। সাধারণত রাজার গুণকীর্তন, রাজ্য জয়ের বিবরণ, ইত্যাদি বাহ্যিক বিষয় ইতিহাস আলোচনার মূল উপজীব্য ছিল। আধুনিক ইতিহাস চর্চায় প্রকৃতিগত মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। ভলতেয়ার ও তার অনুগামীরা ইতিহাসকে মধ্যযুগীয় ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে যুক্তিনির্ভর ইতিহাস চর্চার প্রতি আকৃষ্ট করেন। সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি মানব জীবনের নানাদিক ইতিহাসের উপজীব্য রূপে গৃহীত হয়। আধুনিক ইতিহাস সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত না হয়ে বিজ্ঞান হিসেবে গুরুত্ব পায়। ইতিহাস বিজ্ঞানের মতই যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে তার বক্তব্য কে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়। এজন্য বলা হয় 'History is Social Physics '.

মুঘল যুগকে মধ্যযুগের সাহিত্য ইতিহাস চর্চার স্বর্ণযুগ বলা হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগের প্রথম পর্ব অর্থাৎ তুর্ক- আফগান যুগ এবং মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ মুঘল শাসনের যুগ ইতিহাসদর্শন চর্চার বিকাশের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক গৌরবময় অধ্যায়। ভারতের ইতিহাসঃ আদি মধ্যযুগ থেকে উত্তরণ(৬৫০-১৫৫৬ খ্রী.) নামক গ্রন্থে তুর্ক-আফগান যুগ তথা মধ্যযুগের ইতিহাস চর্চার বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখন মুঘল যুগের ইতিহাস চর্চার কোন কোন ক্ষেত্রে তুর্ক- আফগান যুগের ইতিহাস চর্চা অপরিবর্তিত ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিহাস চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল তা ইতিহাস দর্শনের দিক থেকে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ ইতিহাস সচেতনতা এ যুগে আরও ব্যাপক ও হয়েছিল। তুর্ক-আফগান যুগের ইতিহাস চর্চার সূত্র ধরেই মুঘল যুগে ভারতীয় ইতিহাস বিদ্যার ক্ষেত্রে এক নতুন পর্বের সূত্রপাত ঘটে এবং ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে রাজবংশীয় ও প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ইতিহাস, সরকারি ঘটনাপঞ্জী, স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনীমূলক ও আধুনিক অর্থে ইতিহাস লেখার অভাবনীয় সমুন্নতি ঘটে এবং এক বিশাল বৈচিত্র্যময় সাহিত্য গড়ে ওঠে এভাবে ঐতিহাসিক সাহিত্য গড়ে ওঠে। এভাবে ঐতিহাসিক সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিতে এক নতুন ঐতিহাসিক উপাদান যুক্ত হয়। তাই আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বিশেষ করে আলীগড় গোষ্ঠী মধ্যযুগের ইতিহাস দর্শনচর্চার ওপর জোর দিয়েছেন। কারণ মুঘল যুগের ইতিহাস চর্চা প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগের ইতিহাস চর্চার ভিত্তি একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। সম্ভবত অনেক ক্ষেত্রেই বলা যায় মুঘল যুগ থেকেই আধুনিক যুগের উত্থান ঘটেছিল।

Semester – 3rd, C7T, Paper- Akbar and the Mughal India.

==========

মুঘল যুগের ইতিহাস বিদ্যার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক জে. এন. সরকার বলেছেন -" out of these different channels in which Indo-Persian historiography flowed some were traditional and some were distinctive". প্রথমত আবুল ফজল, আব্দুল হামিদ লাহোরী, ভীম সেন, নিজাম উদ্দিন আহমদ ও আব্দুল কাদির বদাউনি কর্তৃক রচিত মুঘল ভারতের সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ গুলি ছিল মোঘল আমলে যে নতুন ভারতীয় ঐতিহ্য পদ্ধতি বিকশিত হয়েছিল তার প্রধান প্রবক্তা স্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ একটি নির্দিষ্ট রাজত্বকাল এর সরকারি ইতিবৃত্ত মুঘল যুগের ইতিহাস বিদ্যাকে এক অভিনব বৈশিষ্ট্য দান করেছে। তৃতীয়ত প্রতিটি প্রদেশের স্বাধীন ও অর্ধ স্বাধীন রাজবংশের এবং প্রতিটি প্রদেশের আঞ্চলিক ইতিহাসে সাধারণ ইতিহাস এর চেয়ে কম গভীরতা থাকলেও মুঘল যুগের ইতিহাস চর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি এখানে বজায় ছিল।

মুঘল যুগের ইতিহাস চর্চার চারটি ধারার কথা ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। সমকালীন ইতিহাস, সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস, সোভিয়েত ইতিহাস ও আধুনিক ইতিহাস। মুঘল যুগের ঐতিহাসিক হলেন আবুল ফজল, বদাউনি, নিজামউদ্দিন আহমদ, আবদুল হামিদ লাহোরী, কাফি খান প্রমুখ। আবুল ফজল ও আবদুল হামিদ লাহোরী দরবারী ইতিহাস লিখেছিলেন। বদাউনি ও কাফি খান সম্রাটের অনুমোদন নিয়ে ইতিহাস লেখেন নি, তবে মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের রচনায় রয়ে গেছে। এদের ইতিহাস এর মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হলো রাজনীতি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখার উৎসাহ দেখায় নি। রাষ্ট্রের উত্থান-পতনে, সমাজ পরিবর্তনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি গুলি যে সক্রিয় থাকে এই ধারণা দ্বারা তাঁরা পরিচালিত হননি। তবে এদের ইতিহাস পারম্পর্যহীন ঘটনাবলীর সমারোহ বলে নস্যাৎ করা ঠিক হবে না।

প্রথম দিককার সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস রচনার পর্ব শেষ হয়ে যায় এলফিনস্টনের সঙ্গে। ইলিয়ট হলেন দ্বিতীয় পর্বের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ও ডাওসন মনে করেন যে মধ্যযুগের ঐতিহাসিকরা সামান্য তথ্যই রেখে গেছেন। দ্বিতীয় পর্বের বেশিরভাগ ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ছিলেন প্রশাসক। তারা শুধু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাস কে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছেন। জীবনের অন্যান্য দিক সম্পর্কে নীরব থেকেছেন, মনুষ্য সমাজের পরিবর্তনমুখিনতার কথা উল্লেখ করেননি। শেষ পর্বের ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা দুটি উপাদানের উপর নির্ভর করে ইতিহাস লিখেছেন- ফারসি উপাদান এবং ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণী। বলা হয় উপাদান এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হল ইতিহাস চর্চার একটি মৌলনীতি। তারা উপাদানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ না করে ইতিহাস লিখে গেছেন।

সোভিয়েত ঐতিহাসিকরা মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন। তারা মোঘল যুগের ইতিহাস অনুসন্ধানের ওপর জোর দিয়েছেন। তাদের আগ্রহের বিষয় হল আধুনিক ভারত। আধুনিক ভারত বোঝার জন্য যতটুকু মুঘল যুগের ইতিহাস প্রয়োজন ততটুকুই তারা অনুধাবন করার প্রয়াস চালিয়েছেন। অস্বীকার করা যায় না যে ভারত ইতিহাস নিয়ে তারা গভীর অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেছেন।

ভারতীয় ঐতিহাসিকরা উনিশ শতকের শেষদিক থেকে ইউরোপীয় ইতিহাস পদ্ধতি অনুসরণ করে মোঘল যুগের ইতিহাস লিখতে শুরু করেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যায়। স্যার যদুনাথ সরকারের লেখা

-'আরঙ্গজেব এর জীবনী' ও 'ফল অফ দ্য মুঘল এম্পায়ার' গ্রন্থে। একজন আধুনিক ঐতিহাসিক তাকে 'কলম্বাস অফ মুঘল হিস্ট্রি' বলে উল্লেখ করেছেন। স্যার লুই নেমিয়ার, মার্ক ব্লক ও জর্জ লেফেভরের এর প্রভাবে মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার নতুন মাত্রা পেয়েছে। মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার একটি নতুন ঘরানা তৈরি হয়েছে। ইরফান হাবিব, সতীশচন্দ্র, আতাহার আলী প্রমূখরা এই গোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন। তরুণ প্রজন্মও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তরুণ-তরুণীদের মধ্যে আছেন গৌতম ভদ্র ও শিরিন মুসবি। এরা মোঘল যুগের বিজ্ঞানসম্মত নিরপেক্ষ ইতিহাস আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এদের সকলের দৃষ্টি ভঙ্গি এক নয়, পার্থক্য আছে। তবে সকলে মুঘল যুগের নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আগ্রহ দেখিয়েছেন, এখানে তাদের মিল আছে। মধ্যযুগের প্রেক্ষিতে তুলে ধরে সমাজ, ধর্ম, চিন্তা ভাবনা ইত্যাদি বোঝার চেষ্টা করেছেন। এদের গবেষণায় মুঘল যুগের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। বিদেশীরা ও মধ্যযুগের ভারতে গবেষণায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :--
1) ইতিহাস চর্চা বলতে কী বোঝো ?
2) মোঘল যুগের ইতিহাস চর্চা কে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি ?
3) সমকালীন ও সোভিয়েত ঐতিহাসিক চর্চা বর্ণনা করো।
4) কয়েকজন সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক এর নাম লেখ।
5) ইতিহাস চর্চার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

সূত্র নির্দেশ :--
1) মুঘল সাম্রাজ্য থেকে ব্রিটিশ রাজ(১৫৫৬-১৮১৮)-- সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়।
2) মুঘল রাজ থেকে কোম্পানি রাজ (১৫০০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ)-- অধ্যাপক গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ি।
3) ভারতের ইতিহাস(মুঘল যুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ -১৫২৬-১৮১৮)-- তেসলিম চৌধুরী।